দৈনিক ইত্তেফাক

29 MAY 2008

ঢাবির ১৫২ কোটি টাকার বাজেট ২৫ জুন সিনেট অধিবেশনে পেশ

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দ কম

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের জন্য ১৫২ কোটি টাকার বাজেট তৈরী করা হয়েছে। আগামী ২৫ জুন দু'দিনব্যাপী সিনেট অধিবেশনে এ বাজেট অনুমোদন করা হবে। অধিবেশনে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটও পেশ করা হবে। বাজেটের ১৩৫ কোটি ৯০ লাখ টাকা পাওয়া যাবে সরকারি অনুদান থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হচ্ছে ১৬ কোটি ১০ লাখ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে বাজেট বরাদ্দের খসড়া প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। খসড়া বাজেট ফাইন্যান্স কমিটি হয়ে সিন্ডিকেটে চূড়ান্ত হবে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বাজেট। এর আগে মাত্র পাঁচবার ১শ কোটি টাকার উপরে বাজেট পেশ করা হয়েছিল। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে বাজেটের পরিমাণ ছিল ১৪২ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

গত ২২ মে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) অর্থ ও হিসাব পরিচালক মুহাম্মদ ইব্রাহীম কবীর স্বাক্ষরিত এক পত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট বিশ্ববিদ্যালয় ভিসি অফিসকে অবহিত করা হয়। ইউজিসির প্রস্তাবিত বাজেটের সিংহভাগ থাকছে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও পেনশন খাতে। এইখাতে মোট বাজেটের মধ্যে ১২১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে ধরা হয়েছিল ১১৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ হলেও বরাবরের মতো এবারও বাজেটে ন্যূনতম বরাদ্দ রাখা হয়েছে এ দু'টি খাতে। বাজেটে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১৫ কোটি টাকা। সরবরাহ ও সেবা খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বাজেটে মেরামত সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন খাতে ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এছাড়া সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় খাতে ধরা হয়েছে ২০ লাখ টাকা। তবে এ বছর সরকার বিশেষ বরাদ্দ খাতে কোন বরাদ্দ দেয়নি। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে এ খাতে ৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভ্যন্তরীণ আয় নির্ধারণ করে দিয়েছে। সরকারি বরাদ্দ এবং অভ্যন্তরীণ আয় মিলিয়ে এরমধ্যে ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখতে ইউজিসির নির্দেশনা রয়েছে।

ইউজিসির নির্দেশনার মধ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের মূল বাজেটের বরাদ্দের বাইরে কোন পদে জনবল নিয়োগ করা যাবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন নিতে হবে। শুধু ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের অবসরজনিত শূন্যপদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পূরণ করা যাবে। বেতন বাবদ সহায়তা, পেনশন মঞ্জুরী ও অন্যান্য মঞ্জুরী খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ একখাত থেকে অন্য খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। ইউজিসির অনুমোদন ব্যতীত কোনক্রমেই নতুন বিভাগ বা ইনস্টিটিউট খোলা যাবে না। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের সাথে ১ম বর্ষ সম্মান ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি বাবদ অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় হিসাব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ফাইন্যান্স কমিটির সভায় পেশ করা হবে। এরপর তা সিন্ডিকেট অনুমোদন করবে। চূড়ান্তভাবে সিনেটে পেশ করার পর তা পাস হবে।

২৫ জুন বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে শুরু হবে দুইদিনব্যাপী বাজেট অধিবেশন।